সাদা স্বর্ণ ও বিশ্ব তুলা দিবস-২০২৩

আজ ৭ অক্টোবর জাতিসংঘ ঘোষিত "বিশ্ব তুলা দিবস"। ২০১৯ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় "Making Cotton fair and Sustainable for all, from Farm to Fashion"। মানব সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য উপকরণ তুলার গুরুত্ব তথা তুলার উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্যবহার, বাজারজাতকরণ, এক কথায় ফার্ম টু ফ্যাশন বিষয়ে বিশ্বের সকল দেশের অংশীজনদের অবহিতকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টিই দিবসটির মূল লক্ষ্য।

- বিশ্বব্যাপী তুলা একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। অন্নের পরেই বস্ত্রের অবস্থান। তুলা প্রাকৃতিক আঁশের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তুলার তৈরি বস্ত্র নরম, আরামদায়ক ও স্বাস্থ্যকর, মেশিনে ধৌত উপযোগী, সহজে পচনশীল ও পরিবেশবান্ধব।
- বিশ্বের ৫টি মহাদেশের ৮০ দেশের ৩২ মিলিয়ন চাষী (অর্ধেক নারী) তুলা চাষের সাথে জড়িত এবং বিশ্বের তুলার উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা প্রায় ১০০ মিলিয়ন।
- বাংলাদেশ ২য় বৃহত্তম তুলা আমদানিকারক এবং ২য় টেক্সটাইল ও আরএমজি পন্য রপ্তানিকারক দেশ। তুলা উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরনে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, যা দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে টেক্সটাইল সেক্টরে কর্মরত জনবলের সংখ্যা প্রায় ৪২ লক্ষ (৬০% নারী)। বাংলাদেশের জিডিপিতে টেক্সটাইল সেক্টরের অবদান ২৮.১%।
- তুলার রয়েছে বহুবিধ ব্যবহার। বীজতুলা থেকে আঁশ ছাড়াও বীজ পাওয়া যায়। যা থেকে ভোজ্যতেল ও খৈল উৎপাদিত হয়। খৈল গবাদি প্রাণী/মাছের খাদ্য ও জৈবসার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
- তুলা খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু এবং পরিবর্তিত জলবায়ুতে খাপ খাওয়ানো উপযোগী একটি ফসল। দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের লবণাক্ত ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের বরেন্দ্র, চরাঞ্চল ও পাহাড়ী এলাকায় চাষ করা যায়।
- তুলা একটি গভীরমূলী ফসল। মাটির নীচের স্তরের অব্যবহৃত খাদ্যপাদান উপরের স্তরে নিয়ে আসে। তুলা গাছের পাতা মাটিতে জৈব পদার্থ যোগ করে মাটির গুনাগুন ও উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে।
- শুকনা তুলাগাছ গ্রামীন জনপদের জ্বালানী সংকট মোচনে ভূমিকা রাখে। এছাড়াও অনেক দেশে পার্টিকেল বোর্ড তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। তুলার শিকড় ভেষজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
- তুলা উৎপাদনে কম পরিমানে পানির প্রয়োজন হয়।

তুলা উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি মন্ত্রণালয়